বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়
সাতক্ষীরা
www.ecs.gov.bd

স্মারক নং- ১৭.০৫.৮৭০০.০০০.৩৯.০০১.২২-৩৫৮ তারিখ ঃ ২০ জুলাই ২০২২

বিষয় ঃ জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্বাচকমন্ডলীর তালিকা প্রণয়ন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচকমন্ডলীর নামের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ অনুযায়ী ওয়ার্ড ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে (সীমানা নির্ধারণের গেজেটের কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন ২০২২ সনের ১০নং আইন অনুযায়ী (আইনের কপি সংযুক্ত) ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্বাচক মন্ডলীর নামের তালিকা বর্ণিত ছকে আগামী ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ইন্ট্রানাল সাইটে **হার্ড ও সফট কপি** প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

"ছক"

উপজেলার নাম ঃ

জেলা পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর-

ক্রমিক নং	নির্বাচকমন্ডণীর নাম (গেজেট অনুযায়ী)	পিতা/ স্বামীর নাম (গেজেট অনুযায়ী)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (১০ সংখ্যা) ও ভোটার নম্বর	পদবী	সিটিকর্পোরেশন/ পৌরসভা/উপজেলা/ ইউনিয়ন পরিষদের নাম	সিটিকর্পোরেশন/ পৌরসভা/উপজেলা/ ইউনিয়ন এর ওয়ার্ড নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মন্তব্য

সংযুক্ত ঃ

২০/৭/২০২২
(ফারাজী বেনজীর আহম্মেদ)
জেলা নির্বাচন অফিসার
সাতক্ষীরা
ফোন-০২৪৭৭৭৪০০৮৬

উপজেলা নির্বাচন অফিসার
..... (সকল) সাতক্ষীরা।

স্মারক নং- ১৭.০৫.৮৭০০.০০০.৩৯.০০১.২২- তারিখ ঃ ২০ জুলাই ২০২২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ঃ-

১। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
৩। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা

জেলা নির্বাচন অফিসার
সাতক্ষীরা

(১ এর খ নং) তফসিল (পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে সঠিকভাবে প্রকাশিত তফসিল)

জেলা-চট্টগ্রাম, উপজেলা-ফটিকছড়ি, মৌজা-রামগড়, জে, এল নং-০৩

বি.এস. খতিয়ান	দাগ নম্বর	রেকর্ডীয় শ্রেণি	বর্তমান শ্রেণি	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১	৫১৪৪	বাড়ী	বাড়ী	০.৪১০০	০.১১৪০

মোহাম্মদ মমিনুর রহমান
জেলা প্রশাসক।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সাতক্ষীরা
(স্থানীয় সরকার শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ০৮ আষাঢ় ১৪২৯/২২ জুন ২০২২

সাতক্ষীরা জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ

নং ০৫.৪৪.৮৭০০.০০৭.১৮.০১৭.২২-৫৫০—এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের জেলা পরিষদ শাখা এর ১৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.৪২.১৮.০০৭.২২-৬০৬ নম্বর স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পরিষদ (ওয়ার্ডের সীমা নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৬(২) মোতাবেক আমি মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, জেলা প্রশাসক ও সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ০৭ টি সাধারণ ওয়ার্ড এবং ০৩টি সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ওয়ার্ড এর সীমা নির্ধারণপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করলাম :

সাধারণ ওয়ার্ড নম্বর	ওয়ার্ড অধিভুক্ত ইউনিয়ন/পৌরসভা
সাত-সাধারণ-১	তালা উপজেলার ধানদিয়া, ইসলামকাটি, জালালপুর, খলিলনগর, খলিষখালী, খেশরা, কুমিরা, মাগুরা, নগরঘাটা, সরুলিয়া, তালা সদর, তেতুঁলিয়া
সাত-সাধারণ-২	কলারোয়া পৌরসভা, কলারোয়া উপজেলার চন্দনপুর, দেয়াড়া, লাজালঝাড়া, হেলাতলা, জয়নগর, যুগিখালী, কেরালকাতা, কুশোডাঙ্গা, কয়লা, সোনাবাড়িয়া
সাত-সাধারণ-৩	কলারোয়া উপজেলার জালালাবাদ, কেঁড়াগাছি• সাতক্ষীরা পৌরসভা, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ী, বৈকারী, বল্লী, বাঁশদহা, ঘোনা, ঝাউডাঙ্গা, কুশখালী, লাবসা, শিবপুর
সাত-সাধারণ-৪	সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ফিংড়ি, ব্রক্ষরাজপুর, ধুলিহর, ভোমরা, আলিপুর দেবহাটা উপজেলার দেবহাটা, কুলিয়া, নওয়াপাড়া, পারুলিয়া, সখিপুর কালিগঞ্জ উপজেলার নলতা
সাত-সাধারণ-৫	কালিগঞ্জ উপজেলার ভাড়াশিমলা, বিষ্ণুপুর চাম্পাফুল, দক্ষিণ শ্রীপুর, ধলবাড়িয়া, কৃষ্ণনগর, কুশুলিয়া, মথুরেশপুর, মৌতলা, রতনপুর, তারালী
সাত-সাধারণ-৬	আশাশুনি উপজেলার আনুলিয়া, আশশুনি, বড়দল, বুধহাটা, দরগাহপুর, কাদাকাটি, খাজরা, কুল্যা, প্রতাপনগর, শোভনালী, শ্রীউলা
সাত-সাধারণ-৭	শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া, ভুরুলিয়া, বুড়িগোয়ালিনী, গাবুরা, ঈশ্বরীপুর, কৈখালী, কাশিমাড়ি, মুন্সিগঞ্জ, নূরনগর, পদ্মপুকুর, রমজাননগর, শ্যামনগর সদর

সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ড নম্বর	ওয়ার্ড অধিভুক্ত ইউনিয়ন/পৌরসভা
সাত-সংরক্ষিত-১	তালা উপজেলার ধানদিয়া, ইসলামকাটি, জালালপুর, খলিলনগর, খলিষখালী, খেশরা, কুমিরা, মাগুরা, নগরঘাটা, সবুলিয়া, তালা, তেতুঁলিয়া, কলারোয়া পৌরসভা, কলারোয়া উপজেলার চন্দনপুর, দেয়াড়া, লাঙ্গালঝাড়া, হেলাতলা, জালালাবাদ, জয়নগর, যুগিখালী, কেঁড়াগাছি, কেরালকাতা, কুশোডাঙ্গা, কয়লা সোনাবাড়িয়া, আশাশুনি উপজেলার কুল্যা, বুধহাটা
সাত-সংরক্ষিত-২	সাতক্ষীরা পৌরসভা, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ী, আলিপুর, বৈকারী, বল্লী, বাঁশদহা, ভোমরা, ব্রক্ষরাজপুর, ফিংড়ী, ধুলিহর, ঘোনা, ঝাউডাঙ্গা, কুশখালী, লাবসা, শিবপুর দেবহাটা উপজেলার দেবহাটা, কুলিয়া, নওয়াপাড়া, পারুলিয়া, সখিপুর আশাশুনি উপজেলার আনুলিয়া, আশাশুনি, বড়দল,দরগাহপুর, কাদাকাটি, খাজরা, প্রতাপনগর
সাত-সংরক্ষিত-৩	আশাশুনি উপজেলার শ্রীউলা, শোভনালী কালিগঞ্জ উপজেলার ভাড়াশিমলা, বিষ্ণুপুর, চাম্পাফুল, দক্ষিণ শ্রীপুর, ধলবাড়িয়া, কৃষ্ণনগর, কুশুলিয়া, মথুরেশপুর, মৌতলা, নলতা, রতনপুর, তারালী শ্যামনগর উপজেলার আটুলিয়া, ভুরুলিয়া, বুড়িগোয়ালিনী, গাবুরা, ঈশ্বরীপুর, কৈখালী, কাশিমাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, নূরনগর, পদ্মপুকুর, রমজাননগর, শ্যামনগর সদর

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা
ও
সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর
(ভূমি অধিগ্রহণ শাখা)

বিজ্ঞপ্তি

রিজিউম কেস নং-০১/২০২১-২২

যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি "মেহেরপুর পৌর বাসস্ট্যান্ড মার্কেট নির্মাণ" প্রকল্পের জন্য এ কার্যালয়ের ০৪/১৯৭০-৭১ এলএ কেসমূলে তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলাস্থ ৫৯ নং মেহেরপুর মৌজার সিএস-১৭৬৬ ও ১৫৪০ খতিয়ানে যথাক্রমে ১৩৮৭ দাগে আংশিক ও ১৩৮৭ এর বাটা ২৭৬৬ দাগের ২৫.০০ ও ১৪.০০ শতক মোট ৩৯.০০ শতাংশ জমি হুকুমদখল করা হয় এবং যেহেতু, পৌর বাসস্ট্যান্ড মার্কেট নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে উক্ত সম্পত্তি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে এবং যেহেতু হুকুমদখলকৃত সম্পত্তি যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হয়েছিল তার প্রয়োজন নেই এবং যেহেতু, ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১৭(১) ধারা এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৯(১)(২) ও (৩) ধারা ও এ ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৯-১৯৯৪ খ্রি. তারিখের ভূঃমঃশা-১০/হুঃদঃ/সাধারণ-১/৯৪/৩৪৫(৬৪)-একুইন স্মারকপত্র অনুযায়ী অব্যবহৃত সম্পত্তি সরকারি স্বার্থে রিজিউম করে সরকারের খাস দখলে আনা প্রয়োজন। সেহেতু, আমি ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর ০৪/১৯৭০-৭১ নম্বর এলএ কেসের মাধ্যমে হুকুম দখলকৃত বর্তমানে সম্পূর্ণ অব্যবহৃত নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ) এর ১৭(১) ধারা এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ১৯(১)(২) ও (৩) ধারা ও এ ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৭-০৯-১৯৯৪ খ্রি. তারিখের ভূঃমঃশা-১০/হুঃদঃ/সাধারণ-১/৯৪/৩৪৫(৬৪)-একুইন নম্বর স্মারকপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী রিজিউম করে সরকারের খাস দখলে আনয়ন করলাম।

তফসিল

মৌজা-৬৬ নং মেহেরপুর, জেলা-মেহেরপুর

এলএ কেস নং	জমির বর্ণনা						দাগে মোট জমির পরিমাণ (শতকে)			হুকুমদখলকৃত জমির পরিমাণ (শতকে)
০৪/১৯৭০-৭১ (পৌর মার্কেট নির্মাণ)	খতিয়ান নং			দাগ নং						
	সিএস	এসএ	আরএস	সিএস	এসএ	আরএস	সিএস	এসএ	আরএস	৩৯.০০ (সি এস মোতাবেক)
	১৫৮৯	১৭৬৬	১৫	১৩৮৭	১৩৮৭	৫৬৭০	২৫.০০	২৫.০০	৫.৭৫	
	১৫৪০	১৫৪০		২৭৬৬	১৩৮৭/২৭৬৬	৫৬৭১	১৪.০০	১৪.০০	১.১৯	
						৫৬৭২			৩২.০৬	

ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান
জেলা প্রশাসক।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ১৩, ২০২২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ চৈত্র, ১৪২৮/১৩ এপ্রিল, ২০২২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ চৈত্র, ১৪২৮ মোতাবেক ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২২ সনের ১০ নং আইন

জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার মোট উপজেলার সমসংখ্যক সদস্য;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(গ) দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ (নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যায়) নারী সদস্য:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদের সংখ্যা ২(দুই) এর কম হইবে না; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভার মেয়র এবং ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রতিনিধি পদাধিকারবলে সদস্য।"।

৩। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর প্রান্তস্থিত ":" কোলন চিহ্নের পরিবর্তে " ।" দাড়ি চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্তাংশটি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভুক্ত সিটি কর্পোরেশন, যদি থাকে, এর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ, পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সমন্বয়ে উক্ত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমন্ডলী গঠিত হইবে।

(২) সদস্য নির্বাচনের নিমিত্ত গঠিত প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য একটি পৃথক ভোটার তালিকা থাকিবে।"।

৫। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(২ক) সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকারবলে কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করিবেন; তবে তাহাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।"।

৬। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনে নূতন ধারা ৩৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"**৩৭ক। বার্ষিক প্রতিবেদন।**—পরিষদ প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।"।

৭। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর—

(১) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "একজন সচিব" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(২) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) পরিষদ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

৮। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে," শব্দগুলি ও কমার পর "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

৯। **২০০০ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮২। **প্রশাসক নিয়োগ।**—(১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রশাসক জেলা পরিষদের কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(২) কোনো জেলা পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে এবং পরবর্তী পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার, একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে প্রশাসক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসক পদে কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের সময়কাল কোনো ক্রমেই একের অধিকবার বা ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক হইবে না।"।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd